দৈনিক ইনকিলাব 009

তারিখ 08 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

সাক্ষরতা দিবস

আজ সাক্ষরতা দিবস। এ দিবস শুধু আমাদের দেশে নয়, সমগ্র অনুন্নত দেশসহ সারা পৃথিবীতেই এই দিবসটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে সর্বত্রই বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সভা, সমিতি ও সেমিনারসহ অনেক কিছুরই আয়োজন করা হচ্ছে। তাতে অনেক হবে বক্তৃতা, বিবৃতি, ভাষণ। দরাজকণ্ঠে পাঠকরা হবে বিভিন্ন ও বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ববহুল ভারি ভারি সব প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং গবেষণাপত্র। অনেক অনেক বাণী-বক্তব্য প্রদান করা হবে অসংখ্য হোয়াইট হাউজ, ডাওনিং ষ্ট্রিট, ক্রেমলিন এবং আমাদের বঙ্গভবন থেকে। এ সবই হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুন্দর ও উচ্চমান সম্পন্ন। কারণ, এঁরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী-পণ্ডিত এবং উচ্চ পদমর্যাদা ও উচ্চতর আসনের অধীকারী। এ সব আয়োজনের লক্ষ্য হবে, পৃথিবীর এক কোটিরও অধিক নিরক্ষর, মুর্খ, অজ্ঞ, নরনারী, যুবক-যুবতী যারা এ সব বড় বড় তত্ত্বকথা ও গালভরা বাণীর এক অক্ষরও বুঝবে না। কারণ ওরা কেও সাক্ষর নয়। তবু ধুমধামের সঙ্গেই এই সাক্ষরতা দিবসটির সূর্য অস্তমিত হবে এবং নিত্যদিনের মতই অন্ধকার নেমে আসবে সনাতন এই পৃথিবীতে। আলো জ্বলে ওঠবে হোয়াইট হাউজ আর ক্রেমলিনে, অন্ধকার থাকবে শুধু নিরক্ষর এক কোটি মানুষের চারদিক ঘিরে।

শিক্ষা, জ্ঞান ও সাক্ষরতার বহু ব্যাখ্যা বাখান করা হচ্ছে আজকের দিবসটিতে। বলা হচ্ছে, শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের অর্থ মানুষের আত্মসচেতনতার উন্মেষ ঘটান, মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন এবং নিজ নিজ কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি। এতসব ভাল ভাল কথা সত্য হলেও শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ মানুষ পাচ্ছে কোথায়? এ সুযোগ দিচ্ছে কে? আমাদের উন্নত পৃথিবী উন্নতই। তারা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টায় মারণাস্ত্র উৎপাদনে উন্মাদ। যদিও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদে প্রত্যেক নরনারীর আছে সমান অধিকার, পৃথিবীর উন্নত ধর্ম ছাড়াও প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মতবাদেও তা' স্বীকৃত। অথচ উন্নত দেশগুলো তাদের আয়ত্তের মধ্যে যত সম্পদ রয়েছে তার যে অংশ তারা অনুন্নত পৃথিবীর উন্নতির কাজে বরাদ্দ করতে পারতো তার সবটাই নিয়োগ করছে মারণাস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে। এ প্রশ্নে হোয়াইট হাউজ কিংবা ক্রেমলিনে কোন তফাৎ নেই। সেই সঙ্গে জড়িত রয়েছে উভয়পক্ষের সমর্থক দেশসমূহ। ফলে, উন্নতি ও অগ্রগতির নামে আজ কেবল মারণাস্ত্র আর যুদ্ধেরই আয়োজন করা হচ্ছে চারদিক থেকে। পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ যে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছে সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ নেই তাদের।

ইউনেস্কোর এক সমীক্ষায় জানা গেছে, ইদানীং পৃথিবীতে নিরক্ষরতার সংখ্যা বাড়ছে। নিরক্ষরতার সংখ্যা বাড়ছে বাংলাদেশ তথা অনুন্নত বিশ্বেও। ঐ কথার সহজ-সরল অর্থ এও তো বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার অধিকার ক্রমশঃ সংকোচিত হচ্ছে। ইউনেস্কোর পরিসংখ্যানের এও তো একটি অর্থ হতে পারে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রত্যেক দেশের সরকারের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু অর্থ সামর্থ নেই, সুচিন্তিত পরিকল্পনাও নেই। সে কারণেই অনুন্নত দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের নিরক্ষরতার কলংকও মোচন সম্ভব হচ্ছে না।

এতে অবশ্য উন্নত দেশসমূহ বিশেষতঃ দুই পরাশক্তি ইচ্ছা করলেই অনুন্নত দেশসমূহের নিরক্ষরতা দূর করার আন্দোলনে কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রতিবছর যে পরিমাণ মারণাস্ত্র উৎপাদন করে বিশ্বের সম্পদ অপচয় করছে তার অতি সামান্য একটি অংশ, দুই পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি একটি করে দু'টি আণবিক বোমা নির্মাণের খরচ অনুন্নত দেশের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বের এই নিরক্ষরতার কলংক দূর হবে এবং আণবিক গতিতেই বিশ্বের অগ্রগতি সাধিত হবে।

আজ সারা বিশ্বের পালিত সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আমরা সাধারণভাবে উন্নত বিশ্ব, বিশেষতঃ দুই পরাশক্তির কাছে এই আশা পোষণ করছি যে, শান্তি নয়, ভয় নয়, ভালবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করার জন্য তারা মারণাস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করবে এবং বিশ্বের হৃদয় জয় করবে।